না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। এস্থানেও শ্রদ্ধাকেই কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার "সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যম্"—এই শ্লোকেও একান্তভাবে শ্রীহরিচরণে শরণাগত ভক্তের পক্ষে কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব, শরণাগতি ও শ্রদ্ধার এক কার্য্য-কারিতা আছে বলিয়া শ্রদ্ধা ও শরণাগতির এক তাৎপর্যই বুঝিতে হইবে। শ্রদ্ধা ও শরণাগতির একই অর্থ হওয়া যুক্তিযুক্তই, যেহেতু শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রও শ্রীভগবানে শরণাগত জনের অভয় এবং অশরণাগত জনের ভয় উপদেশ করেন। অতএব শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ শ্রদ্ধার উদয় হইল কিনা, শরণাপত্তির দ্বারাই শ্রদ্ধার পরিচয় হইয়া থাকে। দেবাদির তৃপ্তিসাধনমাত্র-তাৎপর্য্যেও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তাঁহাদের আরাধনা করা কর্ত্তব্য নয়, অর্থাৎ অন্য কোনও কামনা বুকে না করিয়া কেবলমাত্র সেই সেই দেবতাগণের তৃপ্তিসাধনের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ আরাধনা করা কর্তব্য নহে। যেহেতু "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন" ইত্যাদি শ্লোকে বৃক্ষের মূল সিঞ্চন করিলেই তাহার স্কন্দ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতির তৃপ্তি হইয়া থাকে ; অথবা পাকস্থলীতে আহার দিলে যেমন ইন্দ্রিয়গণের পুষ্টিলাভ হয়, তেমনি শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবগণের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। সেইজন্য পুনরুক্তিতা দোষ উপস্থিত হয়। এমন আশঙ্কা করা চলে না যে— সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করার পর মধ্যে মধ্যে কোনও অনিবার্য্য বিঘ্নে ভক্তি স্থগিতা হইলে কর্ম্মত্যাগ জন্য অনুতাপ করা উচিত নয়। যেহেতু "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি" ।১৫।১৭ শ্লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণকমল ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় সেই ভজন হইতে যদি পতন হয়, তাহা হইলেও ভক্তিরসিক ভক্তের কি কোনও অমঙ্গল হয়?—এই প্রকার উল্লেখ থাকায় কর্ম্মত্যাগজন্য অনুতাপ যুক্তিযুক্ত নহে। "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং" ইত্যাদি ১১।৫ শ্লোকে একার্থতা দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত জনের সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দুই শ্লোকেই এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তির আরম্ভেই স্বরূপতঃই কর্ম্মত্যাগ কর্ত্তব্য। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকের "পরিশব্দের স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ অর্থই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গৌতমীয়েও দেখা যায়—"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥" যাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিন্তা করেন,